ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

আত্মহত্যা প্রবণতা উচ্চ ঝুঁকিতে মাদকাসক্তরা

আত্মহত্যা প্রবণতার উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছেন মাদকাসক্তরা। এর কারণ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত মাদকগ্রহণ সংশ্লিষ্ট সংকট, বিষণ্নতা, সিদ্ধান্তহীনতা বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারা, চিকিৎসার পরেও মাদকমুক্ত থাকতে ব্যর্থ হওয়া, পরিবারের অসহযোগিতা, সন্দেহ ও অন্যান্য মানসিক সমস্যা। বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, উপ-পরিচালক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মাদকাসক্ত পরামর্শক ইকবাল মাসুদ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আখতারুজ্জামান সেলিম ও নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রর কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস।

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস তার মূল বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে ৬৫ লাখ মানুষ আত্মহত্যার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আত্মহত্যা প্রবণতার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ১০ম অবস্থানে রয়েছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদকগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া, অর্থনৈতিক মন্দা, পারিবারিক কলহ, নির্যাতন, ভালবাসায় ব্যর্থতা, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, বেকারত্ব, যৌন নির্যাতন, অপ্রত্যাশিত গর্ভ-ধারণ ইত্যাদি কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে।

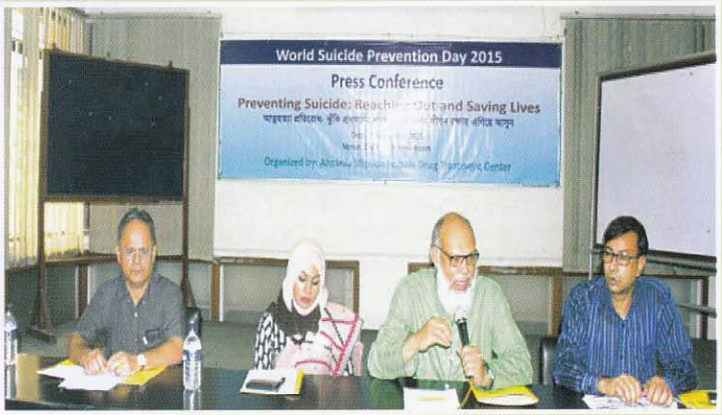

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম

কারাবন্দিদের পুনর্বাসনে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে -সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোজ্জামেল হক খান বলেছেন, কারাবন্দিদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ তাদের পুনর্বাসনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের সব কারাগারে শুরু করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি আরো বলেন, এর মধ্য দিয়ে কারাগারগুলো সংশোধনাগারে পরিণত হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জিআইজেড এর প্রকল্প ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্য রিয়েল সিচ্যুয়েশন অব ওভার ক্রাউডিং ইন প্রিজন্স প্রকল্পে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বাস্তবায়নে ও কোয়েল (সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর লেদার স্কিলস বাংলাদেশ লি.) এর কারিগরি সহায়তায় গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ মোকাসিন স্যু স্টিচিং কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালনায় বর্তমানে দেশের ৭টি কারাগারে কারাবন্দিদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ কারাবন্দিদের নিয়ে ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর ২৭ আগস্ট এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সনদপত্র প্রদান করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দিন। অনুষ্ঠানে গাজীপুর জেলা প্রশাসক এস এম আলম, পুলিশ সুপার হারুন অর রশিদ, জি আই জেড, কোয়েল, ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ব্লাস্ট এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরি করা জুতা ও অন্যান্য জিনিস দেখছেন
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোজ্জামেল হক খান

সম্পাদকীয়

'তারুণ্যের গাহি জয়গান'– এ যেন এখন সময়ের দাবি। বিশ্বব্যাপী যেকোনো নতুন সমস্যা মোকাবেলায় বড়দের সঙ্গে কিশোর-কিশোরী ও তরুণরা নিজেদের অবদান তুলে ধরছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরী ও তরুণরাও এগিয়ে আসছে নিজ দেশের সমস্যা মোকাবেলায় নিজেদের অবদান রাখতে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক এর এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের 'ক্রিয়েটিং ইয়ুথ অ্যাডভোকেট ফর হেল্থ ইন বাংলাদেশ' প্রোগ্রামের ইয়ুথ লিডার মনি বেগম যেন তারই প্রতিনিধি। বাংলাদেশের একমাত্র ইয়ুথ অ্যাডভোকেট হিসেবে মনি বেগম জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান করে নিজ দেশের সমস্যা দূরীকরণে তরুণদের ভূমিকা তুলে ধরে বিশ্ববাসীর কাছে।

এক সময় বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর অসংখ্য শিশু ৫ বছর না পেরুতেই মারা যেত এবং এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে ছিল ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, কম ওজনে শিশু জন্মগ্রহণের মতো সমস্যা, যা ছিল অনেকাংশেই প্রতিরোধযোগ্য। বিশ্বব্যাপী এসব সমস্যা মোকাবেলায় প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পরবর্তীতে ১৯৯০ সাল থেকে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৫৩ ভাগে নেমে আসে। বাংলাদেশে প্রতি বছর এখনও ১৯ হাজার শিশু মারা যায় নিউমোনিয়ায়, যাদের মধ্যে শতকরা ২২ ভাগের বয়স ৫ বছরের নিচে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক ২০১৪ সাল থেকে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, কম ওজনের শিশু জন্মগ্রহণ এবং অপুষ্টিজনিত রোগে মৃত্যুসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা বিষয়গুলোর ওপর জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশের তিনটি জেলার তিনটি উপজেলা বরিশালের মুলাদি, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ইয়ুথ লিডার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। যেন তারা ভবিষ্যতে তাদের এলাকায় ওই বিষয়গুলোর ওপর জনসচেতনতা তৈরি করতে পারে। এছাড়াও আরো যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তাহলো– গণমাধ্যমে এর গুরুত্ব তুলে ধরতে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা, রেস ফর সারভাইভাল, অভিভাবকদের সঙ্গে সভা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সভা, উঠান বৈঠক, খেলাধুলার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এসব কার্যক্রমে ইয়ুথ লিডাররা সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে।

স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার সাথে ধূমপান ও মাদক বিষয়েও আমাদের সচেতনতা আরো বাড়াতে হবে। মাদকের কারণে প্রতিদিন একটু একটু করে আমরা আমাদের সম্ভাবনাময় তরুণদের হারিয়ে ফেলছি। আমিক ধূমপান ও মাদক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে তামাক ও মাদক বিষয়েও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা করা হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা মোকাবেলায় আমাদের দরকার আরও বেশি সচেতনতা ও উদ্যোগ। আর তা আসতে হবে পরিবার, রাষ্ট্র তথা সব স্তর থেকে।

আমরা জানি, তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তরুণদের উদ্যোগী করতে এবং তাদের করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতে আমিক সবসময়ই সহায়তা প্রদান করতে পারে। এই উদ্যোগে সর্বস্তরের জনসাধারণের

ত্রৈমাসিক আমিক বার্তা

৬ষ্ঠ বর্ষ ■ ১৮তম সংখ্যা ■ জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৫

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
জহিরুল আলম বাদল
কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

পুনর্বাসন কার্যক্রম কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরে ত্বরান্বিত করছে

-কারা মহাপরিদর্শক

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন বলেছেন, পুনর্বাসন কার্যক্রম দেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগারে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। তিনি আরো বলেন, রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ এই ব্রতকে সামনে রেখে কারাগারসমূহ বন্দিদের দেখাশোনার পাশাপাশি তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তার মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্য রিয়েল সিচ্যুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স (আইআরএসওপি) ইন বাংলাদেশ প্রকল্প অন্যতম। আইআরএসওপি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়্যারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী কারাবন্দিদের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে একজন প্রশিক্ষণার্থী

১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ২২ জন কারাবন্দিকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১, ২ ও ৩ এর সিনিয়র জেল সুপার এবং জিআইজেড এর সিনিয়র অ্যাডভাইজার তাহেরা ইয়াসমিন,মোঃ সাইফুজ্জামান ও শ্যামল বড়ুয়া। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার আরিফ সিদ্দিকী, রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজার আলী আলাওল মোঃ কবির, প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক এরশাদ ভূঞা প্রমুখ ।

মাদককে সব সময়ই না

এই কেন্দ্রে নারী রোগীদের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষাসহ ও দীর্ঘমেয়াদী আধুনিক ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে সেবা প্রদান করা হয়।

নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
(আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত)

ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন

১০/২ ইকবাল রোড, বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ফোন: ৫৮১৫১১১৪ মোবাইল: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩
E-mail: amic.dam@gmail.com, www.amic.org.bd

"মাদকাসক্তি চিকিৎসার বিষয়ে সাধারণ চিকিৎসকদেরও প্রশিক্ষণ জরুরি"

– ডেপুটি সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. শাহিন সুলতানা বলেছেন, দেশে প্রায় সব চিকিৎসা কেন্দ্রে সাধারণ চিকিৎসকেরা মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। তাই মাদকাসক্তি চিকিৎসার বিষয়ে সাধারণ চিকিৎসকদেরও প্রশিক্ষণ নেয়া জরুরি। জেলা সিভিল সার্জনের কনফারেন্স রুমে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জিআইজেড এর ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্য রিয়েল সিচ্যুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩১ আগস্ট জেলা সিভিল সার্জনের কনফারেন্স রুমে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়ে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র, কারা কর্তৃপক্ষ, এনজিও, আইনি সহায়তায় ব্লাস্ট এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক পরিতোষ কুমার কুন্ডুর সভাপতিত্বে সভা সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী জাহিদ ইকবাল।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে ঈদ উদযাপন

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর এ ১৮ জুলাই উদযাপিত হয়েছে ঈদ-উল ফিতর। এ উপলক্ষে ৩ দিনব্যাপী ঈদ আনন্দ উৎসব-এর আয়োজন করা হয়। প্রথমে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঈদ-উল ফিতর-এর জামাত অনুষ্ঠিত হয়। মিলন মেলায় মুখরিত হয়ে ওঠে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী,আগত রিকাভারি এবং কেন্দ্রে কর্মরত কর্মীগণ। এ উপলক্ষে কেন্দ্রে ক্লায়েন্টদের মাঝে ৩ দিনব্যাপী বিশেষ খাবার পরিবেশন, ক্লায়েন্টদের অংশগ্রহণে 'উল্লাস' শিরোনামে একটি দৃষ্টিনন্দক দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া প্রীতি কেরাম, দাবা ও লুডু খেলার আয়োজন করা হয়। পরে খেলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঈদ উদযাপনের ছবি

একইভাবে ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ঈদ-উল আযহা উপলক্ষে কেন্দ্রে ৩ দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ আয়োজনে ক্লায়েন্টদের অংশগ্রহণে 'আনন্দ মেলা' শিরোনামে একটি দৃষ্টিনন্দন দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবং প্রীতি কেরাম, দাবা ও ফুটবল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুস্থ জীবনের ঈদ আনন্দ কতটা উপভোগ্য হতে পারে তা বিশ্লেষণসহ অনুভূতি ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপক এইচ.এম. লিটন।

মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সঙ্গে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঝে তামাক ও মাদক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে। ৩০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অডিটোরিয়ামে এ সভার আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুস সালাম হাওলাদারের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর উপ-পরিচালক, ইকবাল মাসুদ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উপাধ্যক্ষ আবু জাহিদ মোঃ জগলুল পাশা, সমাজ কর্ম বিভাগের প্রধান রতনতনু ঘোষ।

সভায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকসহ একাদশ ও সম্মান শ্রেণির প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান তামাক

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুস সালাম হাওলাদারের হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দিচ্ছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক, ইকবাল মাসুদ

ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে এবং তামাকবিরোধী নারী জোটের প্রকল্প সমন্বয়কারী সাইদা আক্তার ধোয়াবিহীন তামাক এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন। পরে শিক্ষার্থীরা মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তামাক ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। একই সাথে তামাক ও মাদকের সমস্যা নিরসনে সচেতনতা সৃষ্টিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আয়োজিত এ সভা আয়োজনে সহায়তায় ছিল লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুণর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২,

যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫

ঢাকা: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ৫৮১৫১১১৪

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বাসে ধূমপানবিরোধী তথ্য সম্বলিত সচিত্র প্রচারণা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'অ্যাডভোকেসি ফর কমপ্রিহেনসিভ ইমপ্লিমেন্টেশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল ল' ইন ঢাকা সিটি' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরবাসীর জন্য একটি ধূমপানমুক্ত নির্মল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর মধ্যে বাসের কাভারে ধূমপান ও তামাকের ক্ষতি এবং আইনের সচিত্র তথ্য প্রচার কার্যক্রম অন্যতম।

এর অংশ হিসেবে ২৮ আগস্ট থেকে ঢাকা মহানগরীর আদাবর-গুলশান রুটের বাসে পুনরায় ধূমপান ও তামাকের ক্ষতি এবং আইনের বিভিন্ন

ধূমপান ও তামাকের ক্ষতির সচিত্র তথ্যসহ ঢাকা মহানগীরর একটি বাস

নির্দেশনামূলক সচিত্র তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। বাসগুলো ঢাকা শহরের গুরত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণের মাধ্যমে নগরবাসীকে ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয় অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করতে ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর উপ-পরিচালক, ইকবাল মাসুদ। সভায় আরো বক্তব্য দেন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এর

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন
বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জাহাঙ্গির হোসেন

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জাহাঙ্গির হোসেন, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর গ্র্যান্ড ম্যানেজার, ডা. মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া, বাংলা ভিশন এর সিনিয়র বার্তা সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের সিনিয়র কর্মকর্তা এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রতিনিধিগণ।

উল্লেখ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে আওতায় গত বছর বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এর সাথে একটি এডভোকেসি সভার আয়োজন করে। ওই সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে কাজ করবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন

– পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মুহাম্মদ তাহের হোসেন বলেছেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়া এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক সব ধরনের কার্যক্রমে কাজ করবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক অ্যাডভোকেসি কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সচিব মোঃ অহিদুল ইসলাম

সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের সহায়তায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য দেন ডাম-এর উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। কর্মশালার মূল বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় এইডস/এসটিডি এনএএসপি'র ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মাহবুবা বেগম ও সেভ দ্য চিলড্রেনের উপ-পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম। এতে আরো বক্তব্য দেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সচিব মোঃ অহিদুল ইসলাম।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং এইচআইভি ও এইডস নিয়ে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

'তাকে বড় হতে দাও'

- ইয়ুথ লিডার মনি বেগম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্প ২০১৪ সালের মে মাস থেকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, বরিশালের মুলাদী ও মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ৬০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর (তাকে বড় হতে দাও)

১৮০ জন ইয়ুথ অ্যাডভোকেটকে নিয়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, অভিভাবক সভা, উঠান বৈঠক, খেলাধুলার মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইয়ুথ লিডারদের মধ্য থেকে সুলতানপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী মনি বেগম একটি প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ পান। মনি বেগম ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান করে। সে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, বাল্যবিবাহ রোধ, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে মা ও শিশুর চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ, শিশু নির্যাতন বন্ধসহ শিশুবিষয়ক নানা তথ্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে। 'তাকে বেড়ে উঠতে দাও' (লেট হার গ্রো) শীর্ষক স্লোগানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য মনি বেগম বাল্যবিবাহ বন্ধে সবাইকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান।

ইয়ুথ লিডার মনি বেগম কথা বলছে জাতিসংঘের অধিবেশনে

বাংলাদেশের বাল্য বিবাহের হার ৬৬%, যা কিনা সারা বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ। বাল্য বিবাহের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন প্রসবকালীন বিভিন্ন জটিলতার কথা মনে করিয়ে মনি বেগম বলেন, এটা শুধু একটি মেয়ের জীবনই বিপর্যস্ত করে না, তার সন্তান, পরিবার তথা পুরো সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়া বাল্যবিবাহ শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়াসহ পারিবারিক নির্যাতনেরও বড় কারণ।

সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মনি বেগম বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাষ্ট্র প্রধানের সঙ্গে দেখা করে। এর মধ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন, কলাম্বিয়ার পেসিডেন্ট জোয়ান ম্যানুয়েল স্যান্ডস, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী সোলবার্গ উল্লেখযোগ্য।

শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে অভিভাবকদের করণীয় নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এভরি ওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্যোগে দেশের তিনটি জেলা বরিশাল, চট্টগ্রাম ও মৌলভীবাজার এর তিনটি উপজেলায় শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য রোগ নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া এবং অপরিণত বয়সে জন্ম নেয়া শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে সভা করা হয়।

অভিভাবক সভায় কথা বলছেন অংশগ্রহণকারীরা

মৌলভীবাজার : এ প্রকল্পের উদ্যোগে ১০ জুলাই মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ৭ নং ইউনিয়ন পরিষদে এবং ২ আগস্ট প্রতাবী আগ্রণী উচ্চ বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭নং ইউনিয়ন পরিষদের সভাটি ইউপি সচিব তুষার কান্তি দে এর সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি ইউপি মেম্বর আব্দুল বাকীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা এবং এলাকাবাসীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পথ নাটক, জারিগান, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে আশ্বাস দেন। সভায় সহায়ক হিসেবে ছিলেন ইয়ুথ লিডার ইন্দ্রজিত কুমার এবং সভাটি সঞ্চালন করেন এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ বজলুর রশিদ।

প্রতাবী আগ্রনী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতাবী ও লক্ষ্মীপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের হেল্থ প্রোভাইটর, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, কুলাউড়া সদর ইউপি চেয়ারম্যান, সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিনিধি, স্কুলের অভিভাবক, কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সদস্যদরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সভাপতিত্ব করেন। এতে সহায়ক হিসেবে ছিলেন সুলতানপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, অগ্রনী উচ্চ বিদ্যালয় ও মাহতাব সায়েরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ জন ইয়ুথ লিডার এবং সভা সঞ্চালন করেন প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ বজলুর রশিদ।

বরিশাল : একই লক্ষ্যে ৫ আগস্ট বরিশালের মুলাদি উপজেলার ফাতেমা আলী মাদ্রাসায় এবং ৬ আগস্ট মূলাদী উপজেলার চরলক্ষ্মীপুরে হাওলাদারবাড়িতে দুটি অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। সভা দুটিতে স্থানীয় মায়েদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নারীদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এতে সহায়ক ছিলেন প্রকল্পের জেলা সমন্বকারী শফিকুল ইসলাম এবং সভা দুটি সঞ্চালনা করেন ইয়ুথ লিডার বাপ্পি।

রেস ফর সারভাইভাল অনুষ্ঠিত

সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতি এবং আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্যোগে ১৬ আগস্ট সকাল ১১টায় রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে জাতীয় সংসদের মাননীয়

জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার-এর হাতে টি-শার্ট তুলে দিচ্ছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক, ইকবাল মাসুদ

ডেপুটি স্পিকার-এর বাসভবনে রেস ফর সারভাইভাল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ডেপুটি স্পিকার বলেন, শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি-৪) অর্জন করেছে এবং দুই তৃতীয়াংশ শিশু মৃত্যুহার কমাতে পেরেছে। আমাদের সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়নের অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া এমপিসহ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতির ট্রেজারার ডা. একেএম আমিরুল মোর্শেদ খসরু, সেভ দ্য চিলড্রেনের সিনিয়র অ্যাডভাইজার হেল্থ অ্যান্ড নিউট্রেশন ডা. গোলাম মোদাব্বির এবং চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও বরিশাল থেকে আগত ১৮ জন ইয়ুথ লিডার উপস্থিত ছিলেন।

রেস ফর সারভাইভালে বাংলাদেশের শিশুদের পক্ষ থেকে কুলাউড়ার ইয়ুথ লিডার মনি আক্তার শিশুর চারটি চাহিদা সমৃদ্ধ একটি চিঠি ডেপুটি স্পিকারকে

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৫ম পৃষ্ঠার পর (রেস ফর সারভাইভাল অনুষ্ঠিত)

প্রদান করে। ডেপুটি স্পিকারকে এমডিজি-৪ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এবং সেই সাথে ডেপুটি স্পিকার নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া এবং অপরিণত বয়সে জন্ম নেয়া শিশু সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সমাজে ভূমিকা রাখার জন্য মূলাদীর ৩ জন, সাতকানীয়ার ৩ জন এবং কুলাউড়ার ১২ জনসহ মোট ১৮ জন ইয়ুথ অ্যাডভোকেটকে মেডেল উপহার দেন।

সাতকানীয়া উপজেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা

খেলাধূলার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি

মৌলভী বাজার : এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্যোগে ২ আগস্ট মৌলভীবাজার কুলাউড়া উপজেলার প্রতাবী অগ্রনী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে কালাটি যুব সংঘ ও প্রতাবী ফুটবল একাদশের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাচে ট্রাইবেকারে ৪-৫ গোলে কালাটি যুব সংঘকে হারিয়ে প্রতাবী ফুটবল একাদশ চ্যাম্পিয়ান ট্রফি অর্জন করে। উভয় দলের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে রানার্স আপ ও চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন সাবেক ইউপি সদস্য মফিজুর রহমান (মফিজ) এবং অগ্রনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ আলী। ম্যাচের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন ক্রীড়া সংগঠক আব্দুল আজিজ এবং সহযোগিতায় ছিলেন ইয়ুথ লিডার তাওসিফ অহিদ ও অন্যরা।

চট্টগ্রাম : এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্যোগে ৬ আগস্ট চট্টগ্রামের সাতকানীয়া উপজেলার পশ্চিম গাটিয়াডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রুপ-এ (৯ম ও ৮ম শ্রেণি) এবং গ্রুপ-বি (১০ম ও ৭ম শ্রেণি) এর মধ্যে আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। খেলাটি উদ্বোধন করেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবু হানিফ। এ প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং এলাকার সকল পেশার লোকজন। খেলায় গ্রুপ-বি শ্রেণির ছাত্ররা ৫-৪ গোলে গ্রুপ-এ শ্রেণির ছাত্রদের পরাজিত করে। খেলা শেষে উভয় দলের মধ্যে ট্রফি তুলে দেন বিশেষ অতিথি ওই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরনবী। খেলা পরিচালনা করেন ক্রীড়া শিক্ষক বিশ্বনাথ দাশ, সহযোগিতা করেন ইয়ুথ লিডার মোঃ মিজান উদ্দীন রাশেদ এবং বুরহান উদ্দীন তুষার।

উল্লেখ্য, খেলা চলাকালে এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ায় করণীয় এবং অপরিণত বয়সে জন্ম নেয়া শিশুর রোগ প্রতিরোধসহ বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়।

প্রতিটি শিশু বেঁচে থাক এই স্লোগানে এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্যোগে ১০ আগস্ট চট্টগ্রামের সাতকানীয়া উপজেলার নলুয়া দ্বিজেন্দ্রলাল করন উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রুপ-এ (১০ম ও ৭ম শ্রেণি) এবং গ্রুপ-বি (৯ম ও ৮ম শ্রেণি) এর মধ্যে আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীসহ এলাকার সকল পেশার লোকজন। খেলায় গ্রুপ-বি শ্রেণির ছাত্ররা ৩-২ গোলে গ্রুপ-এ শ্রেণির ছাত্রদের পরাজিত করে। এ ফুটবল প্রতিযোগিতা উদ্বোধন এবং পুরস্কার প্রদান করেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু স্বপন চন্দ্র

গড়ে তোলা হলো আরো ৩০ জন ইয়ুথ লিডার

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ইয়ুথ লিডাররা

মৌলভীবাজার: এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের সহযোগিতায় সেভ দ্য চিলড্রেন এবং আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার আলী আমজদ উচ্চ বিদ্যালয়ে উপজেলার দশটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ইয়ুথ অ্যাডভোকেট তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩ আগস্ট দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ছিল খেলাধুলা, গল্প ও নাটিকার মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের উপায়, শিশু মৃত্যু হ্রাসে ইয়ুথদের ভূমিকা, বাল্য বিবাহের কুফল, ইয়ুথদের কর্ম-পরিকল্পনা, দল গঠন ও দলের প্রশিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষ আব্দুল কাদির। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকার মৌলভীবাজার প্রতিনিধি, দৈনিক মানব কণ্ঠ পত্রিকার কুলাউড়া প্রতিনিধি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভিজিডি প্রকল্পের উপজেলা ম্যানেজার। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে ছিলেন এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ বজলুর রশিদ ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) বিতরণী অনুষ্ঠান

পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড হাতে সেবা গ্রহণকারীরা

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর (পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড) (লাল কার্ড)...

২০১৩ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক এর উত্তরা আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, ডিএনসিসি, পিএ-০৫ এর কর্ম-এলাকার অতি-দরিদ্র ও দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) বিতরণ করা হয়েছে। এ বছর পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী সার্ভে করে নতুন অতি-দরিদ্র পরিবারের মাঝে পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়।

নতুন সার্ভে আনুযায়ী এলাকায় ৩৫৭ জন অতি-দরিদ্র পরিবারের মাঝে পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) বিতরণ করা হবে। স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) বিতরণ উপলক্ষে ১৫ নভেম্বর আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেসুর রহমান, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পিআইইউ এর প্রোগ্রাম অফিসার ডা. মাহমুদা আলী, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডা. আজিজুননেছা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহ্ফিদা দীনা রুবাইয়া এবং আমিকের অন্যান্য কর্মকর্তারা এ অনুষ্ঠানে মোট ১০০টি পরিবারকে পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) প্রদান করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পরিবারকেও পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ ও পুষ্টি মেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

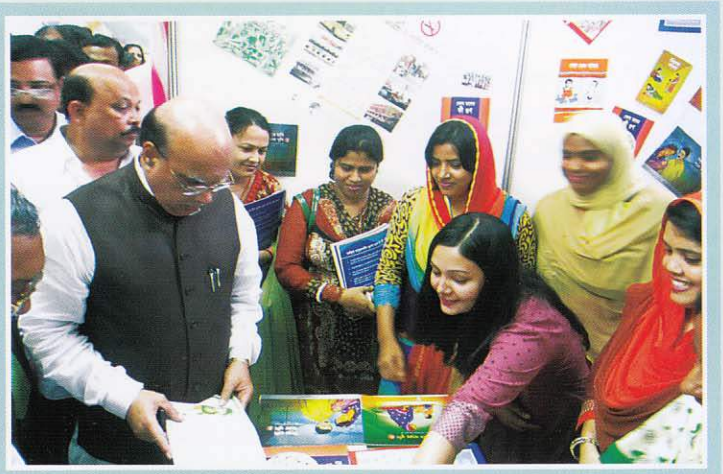

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ ও পুষ্টি মেলার স্টলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এর টিকা কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি 'ইমুনাইজেশন প্ল্যাটফর্ম অফ সিভিল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ' নামের একটি প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের সেক্রেটারিয়েট সংস্থা বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২ আগস্ট বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ ও পুষ্টি মেলার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সেমিনার ও স্টল প্রদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মেলায় ডাম স্টল প্রদর্শন ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে।

স্টল প্রর্দশন কার্যক্রমে ডাম-এর পুষ্টি, ধূমপান, তামাক, মাদক এবং এইচআইভি ও এইড্স বিষয়ক উপকরণ প্রর্দশন ও বিতরণ করা হয়। এ সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি ডাম -এর স্টল পরির্দশন করেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. দীন মোহাম্মদ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য) রোকসানা কাদের। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী এস কে রয়।

কুলাউড়ায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মেলায় অংশগ্রহণ

সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় এবং কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর আয়োজনে ট্যাকলিং চাইল্ডহুড ম্যালনিউটিশন প্রকল্পের উদ্যোগে ১২ ও ১৩ আগস্ট কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে-এর মাঠে দুই দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমিক-এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্প এই মেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের কার্যক্রমকে তুলে ধরে। এ সময় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে পোস্টার, লিফলেট ব্রশিয়ার বিতরণ করা হয়। মেলার উদ্বোধন ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন ডা. সত্যকাম চক্রবর্তী, উপজেলা চেয়ারম্যান কামরুল হাসান, ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফজলুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ নাজমুল হাসান এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিগণ। মেলায় এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের স্টল পরিচালনা করেন প্রকল্পের জেলা সমন্বকারী মোঃ বজলুর রশিদ এবং সহযোগিতায় ছিলেন সুলতানপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইয়ুথ লিডার মোমেনা, জান্নাত ও মনি বেগম।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন

'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে' এই প্রতিপাদ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প কুমিল্লায় ১১ জুলাই জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে ও বিভিন্ন এনজি'র সহযোগিতায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়। সকালে কুমিল্লা টাউন হল ক্যাম্পাস থেকে র‍্যালির মাধ্যমে এই দিবস উদযাপন শুরন্ন হয়। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য আ ক হ ম বাহার উদ্দীন বাহার। জেলা প্রশাসক হাসানুজ্জামান কল্লোল এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন কুমিল্লা সদর উপজেলা চেয়ারম্যান

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস এর র‍্যালিতে সংসদ সদস্য আ ক হ ম বাহার উদ্দীন বাহার এর সাথে আমিকের কর্মীরা

অধ্যক্ষ আবদুর রউফ, সিভিল সার্জন ডা. মজিব রহমান, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ডা. এবিএম শামসুদ্দীন আহমেদ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার প্রকল্প কুমিল্লা এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম রসুল প্রমুখ।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর মাধ্যমে রাজধানীর উত্তরা এলাকার জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সবসময় মানসম্মত সেবাকে প্রধান্য দিয়ে আসছে। তাই সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত কর্মীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আগস্ট মাসে প্রকল্পের কর্মীদের নিয়ে ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২৫ আগস্ট নিওনেটাল কেয়ার এর প্রশিক্ষক ছিলেন শিশু ডাক্তার এমএম খালেকুজ্জামান, ১১ আগস্ট রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগ, ২৩ আগস্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ২৬ আগস্ট ইপিআই এর প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ডা. মাহমুদা আলি। ইপিআই প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি. জে. একেএম মাসুদ আহ্সান। তিনি ইপিআই-এর ড্রপ আউট কমানো এবং কার্যকর ডোজ বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের দিক-নির্দেশনা দেন।

কুমিল্লায় বিশ্ব হার্ট দিবস উদযাপন

'চাই সুস্থ হার্টের অধিকার সবার জন্য সর্বত্র' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ২৯ সেপ্টেম্বর কুমিল্লায় বিশ্ব হার্ট দিবস পালন করা হয়। এ দিবসটি ঢাকা আহ্ছনিয়া মিশন-আমিক এর আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প সিওসিসি পিএ-১ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও অন্যান্য এনজিও'র সাথে একযোগে পালন করে। এই দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কুমিল্লা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ শাহ আবিদ হোসেন এর নেতৃত্বে র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়। পরে বীরচন্দ্র কনফারেন্স হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ শাহ আবিদ হোসেন, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ ফরিদ উদ্দীন আহম্মেদ, সভাপতি বিএমএ, ডাঃ গোলাম মহিদ্দীন দিপু এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম রসুল। এতে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা জেলার সিভিল সার্জন ডা. মোঃ মুজিবর রহমান।

ঘুরে দাঁড়াতে চান মায়া (ছদ্ম নাম)

মায়া এখন ভালো আছেন। সন্তানদের নিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার মতো সাহস আছে মায়ার। ৪ মাস আগেও নিজের প্রতি এতোটা আত্মবিশ্বাস ছিলো না তার।

মায়ার বয়স ২৫ বছর। তার জন্ম ঢাকার মিরপুরে। তারা ৫ ভাইবোন। তিনি সবার ছোট, তাই সবার খুব আদরের ছিলেন। তারা ৫ ভাইবোন বাবার কঠোর শাসনের শৃঙ্খলে বেড়ে উঠেছে। পরিবারে নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাদের ছিল না। পড়ালেখায় মায়া বেশ ভালো ছিল। একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়ন অবস্থায় বাবা ও বড় বোন বিয়ে ঠিক করে। তখন তার বয়স ছিল ১৩ বছর। বিয়ে করবেন না এ ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করার মতো বয়স ছিল না বা কেও কখনো জিজ্ঞাসা করেনি– তার মন কি বলছে? কিছু বুঝার আগেই বিয়ে হয়ে যায় ২৫ বছরের এক যুবকের সঙ্গে। তার স্বামী যে মাদকাসক্ত ছিল তা বিয়ের পর সে জানতে পারে। বাবা-মা পরিবার আত্মীয়-স্বজন সবাই বিষয়টি জানতো। কিন্তু তার স্বামী সম্পর্কে কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারেননি, মনের কষ্টগুলো চাপা রেখেছিলেন মনেই। স্বামীর কাছে শারীরিক সম্পর্কটাই ছিল মুখ্য। একটি ছোট মেয়ের আবেগ অনুভূতি বুঝার মতো ৰমতা তার স্বামীর ছিল না। এভাবে চলতে চলতে তিনি দুই ছেলে-সন্তানের মা হন। স্বামীর দ্বারা অবহেলা ও শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার হতে হতে এক পর্যায়ে তাকে ধীরে ধীরে এক বিপরীত মানুষে পরিণত করে। মায়াও একসময় তার স্বামীর সঙ্গে সিগারেট, ঘুমের ওষুধ, মদ– এ সবে আসক্ত হয়ে পড়েন। যেকোনো কিছুতেই সে বাসায় রাগে-জেদে ভাঙচুর শুরু করেন। সন্তান আর পরিবারের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন। স্বামী একটি আঘাত করলে সে পাল্টা আঘাত করা শুরু করেন এবং বন্ধুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন পরকীয়া সম্পর্কে। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে শ্বশুর বাড়ি থেকে তার টাকা, গহনা বন্ধুকে দিতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। মায়ার এই অনিয়ম ও মাদকে আসক্ত হয়ে পড়া অসুস্থ জীবন দেখে তার বাবা তাকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি করেন। চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রথম দিকে এখানকার কর্মসূচিগুলো তার কাছে গুরুত্বহীন মনে হতো, পরবর্তীতে কর্মসূচিগুলোতে মনোযোগী হওয়ার পর জীবনের অর্থ বুঝতে পারেন তিনি। নিয়মিত কাউন্সেলিং এবং সেশনগুলো তার ভেতরের সুস্থ অনুভূতিগুলোকে জাগ্রত করে। বর্তমানে মায়া সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। ১৩ বছর বয়সে যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন তখন অনুভূতি প্রকাশ বা ভালোমন্দ বুঝার মতো তার বয়স ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সাহস ছিল না। কারণ মায়া ছিলেন তখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা একটি মেয়ে। তিনি এখন অনুধাবন করতে পারছে যে, নতুন করে আবারো তার জীবন তিনি সাজাতে পারবেন। তাই, মায়ার এখন একটাই লক্ষ্য– নেশা নয়, সুস্থ ও সম্মান নিয়ে পরিবার ও সমাজে বেঁচে থাকাই হলো জীবনের প্রকৃত অর্থ।

ধূমপানমুক্ত পরিবেশ, অধিক সন্তুষ্টি, অর্থ বেশ

ধূমপান ও তামাকদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী

সকল রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত

NO SMOKING

পাবলিক প্লেসে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ/ সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন না করলে উক্ত পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক অনধিক ১০০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন

আমিকের নতুন প্রকাশনা

আমিকের দুইটি নতুন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে এগুলোর মধ্যে রয়েছে- **"কারাবন্দী মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সেবা ও সহায়তা প্রদান"** শিরোনামে একটি ব্রুশিয়ার এবং **"১৮ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তির দ্বারা বিড়ি, সিগারেট, জদ্দা, গুল ইত্যাদি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় আইনত নিষিদ্ধ"** শিরোনামে একটি ষ্টীকার ।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি- ১০/২, ইকবাল রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০ থেকে মুদ্রিত।

ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd